দৈনিক সংবাদ

তারিখ 08 MAR 1990
পৃষ্ঠা... .. 8

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সমীপে

আমি রংপুরের বদরগঞ্জ উপজেলার বলিশা হাজিপুর গ্রামের অধিবাসী। আমার ছেলে মো: মেহদী হাসান শামীম আমার চাকরিস্থল সৈয়দপুরে লেখাপড়া করিয়াছিল। গত ১লা জুলাই ১৯৮৯ইং তারিখে সৈয়দপুরের স্কুল হতে ছাড়পত্র নিয়া ৪ঠা জুলাই মেহদী হাসান শামীম নিজ গ্রামের কিসমতপুর ঘাটাবিল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় এবং প্রাথমিক বৃত্তি ও সমাপনী পরীক্ষার জন্য ফরম পুরণ করে। পরীক্ষায় রোল নং যথাক্রমে ৭৩ এবং ২২৩।

গত ১৯শে ডিসেম্বর প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার প্রথম দিনে অন্য উপজেলার ছাত্র মনে করে পরীক্ষার্থীকে ভয়ভীতি প্রদর্শন করে বক্তব্য লিখিত নিয়া অবৈধভাবে হল কর্তৃপক্ষ বহিষ্কার করে। উল্লেখ যে, পরীক্ষার্থী মেহদী হাসান শামীম অন্য উপজেলার ছাত্র ভেবে বিভ্রান্ত সৃষ্টি হলে তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিসমতপুর ঘাটাবিল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নগেন্দ্রনাথ রায়, শিক্ষা অফিসার ও অন্যান্য হল কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেখানো সত্বেও প্রবেশপত্র ও পরীক্ষার খাতা জমা নিয়া বহিষ্কার করা হয়।

এ ব্যাপারে বদরগঞ্জ উপজেলা শিক্ষা অফিসার মো: তোফাজ্জল হোসেনের সংগে যোগাযোগ করে জানা যায় যে, উপজেলা নির্বাহী অফিসার এই ছাত্রকে অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে বহিষ্কার করেছেন। কিন্তু আমার ছেলে কখন নকল বা হল পরিদর্শকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে নাই। আমার ছেলেকে কাহারো প্ররোচনায় অন্যায়ভাবে বহিষ্কার করিয়া দিয়াছে। তাই আমি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিকট সুষ্ঠু তদন্ত করার জন্য আকুল আবেদন জানাচ্ছি।

—মো: মোকছেদ আলী
সহকারী প্রধান,
সৈয়দপুর ওয়ার্কশপ
সৈয়দপুর, নীলফামারী।